



7837 - নঃস্ব ও নরিয়াততি ভাইদরে প্ৰতি সমবদেনা প্ৰকাশরে পদ্ধতী কী

প্ৰশ্ন

বশ্বিরে বভিন্নি প্ৰান্‌তরে আমাদরে মুসলমান ভাইয়রো য়ে নরিয়াতন নষ্প্ষেণরে শকির হচ্ছে তাদরে প্ৰতি আমাদরে কর্তব্য কী?

প্ৰয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ তাআলা বলছেন: “মুমনিরা পরস্পর ভাই ভাই”। আল্লাহ তাদরে ব্যাপারে আরো বলছেন: “তারা কাফরেদের ব্যাপারে বজ্রকঠোর, পরস্পরের মাঝে অতশিয় দয়ালু”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “এক মুমনি আরকে মুমনিরে নকিট মাথা যমেন দহেরে নকিট। ঈমানদাররে দুঃখ-কষ্টে মুমনি দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে যভোবে মাথায় ব্যথার কারণে গোটো দহে ব্যথাতুর হয়ে পড়ে।” [মুসনাদে আহমাদ] এক মুমনিরে প্ৰতি অপর মুমনিরে সমবদেনার প্ৰকারগুলো ইবনুল কাইয়্যমে খুব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: মুমনিরে প্ৰতি সমবদেনা জানানো কয়কেভাবে হতে পারে। সম্পদ দিয়ে সমবদেনা। প্ৰভাব প্ৰতপিত্তরি মাধ্যমে সমবদেনা। শারীরিক ও কায়িক শ্রম দিয়ে সমবদেনা। উপদশে ও সঠিক দকিনরিদশেনা প্ৰদানরে মাধ্যমে সমবদেনা। তাদরে জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্ৰার্থনা করার মাধ্যমে সমবদেনা। তাদরে জন্য দুঃখ প্ৰকাশ করার মাধ্যমে সমবদেনা। ব্যক্তরি ঈমানরে সবলতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে এ সমবদেনার তারতম্য ঘটে। ব্যক্তরি ঈমান সবল হলে সমবদেনা তীব্র হয়। ঈমান দুর্বল হলে সমবদেনাও দুর্বল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরে প্ৰতি উল্লেখিত সকল প্ৰকার সমবদেনার মাধ্যমে সবচেয়ে উত্তম সমব্যথী ছিলেন। [আল-ফাওয়াদে, ১/১৭১] খলিল ইবনে আহমাদ একবার তাঁর এক বন্ধুর সাথে হুঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তার বন্ধুর জুতাটি ছিড়ে গলে। তখন তাঁর বন্ধু ছুঁড়ে জুতাটি হাতে নিয়ে খালি পায়ের হুঁটতে লাগলেন। তা দেখে খলিলও তাঁর জুতাজোড়া খুলে হাতে নলিনে এবং খালি পায়ের হুঁটে চললেন। তখন তাঁর বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জুতা খুললে কেন? খলিল বললেন: তুমি খালি পায়ের হুঁট ছেঁ তাই তোমার প্ৰতি সমবদেনা জানাচ্ছি।